দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

29

কিণ্ডার গার্টেনগুলির জন্য নিয়ম প্রয়োজন

গত ১৫/১২/৯৬ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত "কিণ্ডার গার্টেন-শিক্ষা ব্যবসা" নামক অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিবেদনটি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে কিনা জানি না। তবু এ রকম একটি গুরুতর সমস্যার উপর প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য দেশের সবচাইতে জনপ্রিয় পত্রিকা ইত্তেফাক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে কয়টি কিণ্ডার গার্টেন স্কুল আছে আমি জানি না। দেশে যতগুলি কিণ্ডার গার্টেন স্কুল আছে উহাদের সবকটি বোধ করি শহরে বা শহরতলিতে অবস্থিত। সেগুলিতে নিয়মনীতির কোন বালাই নাই। ছোট্ট ছোট্ট তিন চারটি কামরা ভাড়া নিয়া চলিতেছে জমজমাট শিক্ষা-ব্যবসা। সেখানে শিক্ষা বা শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ কতটুকু আছে সে ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। তাহাছাড়া পরিবেশের বিষয়টি কিণ্ডার গার্টেন ব্যবসায়ীদের নিকট আদৌ কোন বিবেচ্য বিষয় কিনা তাহা লইয়াও সন্দেহ আছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, এদেশেই, এদেশেরই শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত কিণ্ডার গার্টেন-এর প্লে গ্রুপ শ্রেণীর একজন ছাত্রের বেতন (মাসিক) ১৮ শত টাকা থেকে সর্বনিম্ন ২ শত টাকা পর্যন্ত।

কোথাও কেহ নাই যে, জিজ্ঞাসা করিবো। তাই নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করি, কাহারা পড়ায় ঐসব কিণ্ডার গার্টেনে?. কাহাদের সন্তানেরা পড়ে ঐখানে? ঐসব অভিভাবক বা শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজেরাও কি এরকম প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করিয়াছিলেন? এ রকম অনেক কিছুই জানিতে ইচ্ছা করে কিন্তু জানার উপায় নাই।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণে স্কুল গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রয়োজন হয় অথচ কিণ্ডার গার্টেনের বেলায় এই ধরনের কোন নিয়ম রাখা হয় নাই। কিন্তু এখন সময় হইয়াছে কিণ্ডার গার্টেন-এর বেলায় নিয়মনীতি প্রণয়ন করার। অতি অবশ্যই ইহা করিতে হইবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর "সব সম্ভব-এর এই দেশে" সর্বক্ষেত্রে-বিশেষ করিয়া শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাঙ্গনে নিয়ম নীতির সুবাতাস বহিবে আমরা ইহাই আশা করিতে চাই।

—এল, আর, ভূইয়া, দক্ষিণপাড়া, মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা।